بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) গত ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় বদরের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ৭০জন মুশরিক বন্দী এবং রোম সাম্রাজ্য জয়ের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেন।

তাশাহহুদ, তা'আউয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, কিছুদিন পূর্বে বদরের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে মহানবী (সা.) এর জীবনচরিত নিয়ে কতিপয় ঘটনা বর্ণিত হয়েছিল। আজও বদরের যুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত ইতিহাসের এরূপ কিছু ঘটনা তুলে ধরা হবে যেসব বিষয় সম্পর্কে আমাদের অবগত হওয়াও প্রয়োজন। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, মহানবী (সা.) যুদ্ধের পর তিন দিন পর্যন্ত বদরের প্রান্তরে অবস্থান করেন, এরপর যাত্রা করেন। সেখানে অবস্থানকালীন তিনি (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা ও যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-কে মদীনায় বিজয়ের সুসংবাদ সম্পর্কিত ঘোষণা প্রদানের জন্য প্রেরণ করেন। এরপর মহানবী (সা.) মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

হুযূর (আই.) বলেন, মুসলমানদের এই বিজয়ী কাফেলার সাথে কাফিরদের ৭০জন বন্দীও ছিল। ইতিহাসে পাওয়া যায়, তাদের মাঝে দুই জনকে অর্থাৎ নযর বিন হারেস এবং উকবা বিন মুআয়েতকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে শাস্তিস্বরূপ পথিমধ্যেই হত্যা করা হয়, কিন্তু এ ঘটনার বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ ঐক্যমত নন। আল্লামা ইসহাক বলেন, মহানবী (সা.) যখন সাফরা নামক স্থানে পৌঁছেন তখন হযরত আলী (রা.) নযর বিন হারেসকে হত্যা করেছিল। কুতাইলা বিন হারেস, নযর বিন হারেসের বোন ছিল আর সে তার ভাইয়ের স্মরণে কিছু পঙক্তি লিখেছিল। মহানবী (সা.) এটি শুনে অনেক কাঁদেন আর বলেন, এই কবিতা যদি নযরের মৃত্যুর পূর্বে আমার কাছে পৌঁছাত তাহলে আমি তাকে ক্ষমা করে দিতাম। আবার অনেক ঐতিহাসিক এ ঘটনাকে ভ্রান্ত আখ্যা দিয়েছেন। এছাড়া কোনো কোনো ঐতিহাসিক দু'জন বন্দীকে হত্যা করার ঘটনাটিকেই ভ্রান্ত আখ্যায়িত করেছেন। অতএব বিভিন্ন বর্ণনার মাঝে মতভেদ রয়েছে।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে লিখেছেন, কতক ঐতিহাসিক বন্দীদের নেতার নাম উল্লেখ করতে গিয়ে **উকবা বিন আবি মুআয়েতের** নাম বর্ণনা করেছেন এবং লিখেছেন যে, তাকে বন্দী অবস্থায় হত্যা করা হয়েছিল, কিন্তু এটি সঠিক নয়। হাদীস এবং ইতিহাসগ্রন্থাবলীতে এটি স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, উকবা বিন মুআয়েত বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল এবং সেসব মক্কার নেতার অন্তর্ভূক্ত ছিল যাদের লাশ একত্রে একটি গর্তে সমাহিত করা হয়েছিল। তবে অনেক বর্ণনায় **নযর বিন হারেসকে** হত্যা করার ঘটনারও উল্লেখ রয়েছে আর তাকে হত্যা করার কারণ বর্ণিত হয়েছে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল যারা মক্কায় নিষ্পাপ মুসলমানদের প্রত্যক্ষ হত্যাকারী ছিল। অতএব যদি কোনো ব্যক্তিকে সে সময় হত্যা করা হয়ে থাকে তাহলে এটি নিশ্চিত

যে, সে নযর বিন হারেসই ছিল আর কিসাসের নিয়ামানুযায়ী তাকে হত্যা করা হয়েছিল। হুযূর (আই.) বলেন, আল্লাহ্ই সর্বাধিক ভাল জানেন।

বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের প্রধান প্রধান নেতাসহ ৭০জন্য কাফির নিহত হয়েছিল আর ৭০জন বন্দী হয়েছিল। বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা বদরের দিন ১৪০জনের ক্ষতি করেছিল অর্থাৎ ৭০জন বন্দী হয়েছিল এবং ৭০জন নিহত হয়েছিল। বন্দীদের ইসলামগ্রহণের ব্যপারে লিপিবদ্ধ আছে, সাহাবীরা তাদের সাথে উত্তম আচরণ প্রদর্শন করেছিলেন, তাই তাদের মাঝে অনেক সৌভাগ্যবান ব্যক্তি সাহাবীদের উত্তম আচরণ ও ইসলামের চমৎকার শিক্ষার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে মুসলমান হয়ে যান। তাদের অনেকের নামও ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে।

এরপর হুযূর (আ.) বলেন, বদরের যুদ্ধের সাথে রোম সাম্রাজ্য বিজয়ের একটি সম্পর্ক আছে। নবুয়্যতের ৫ম বছর সূরা রুম অবতীর্ণ হয় যাতে রোম স্ম্রাটের বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'লা যখন সূরা রুমের প্রথম দিকের আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন তখন হযরত আবু বকর (রা.) মক্কার চারিদিকে এই আয়াতগুলো পাঠের মাধ্যমে ঘোষণা দিতে লাগলেন غُلِبَتِ الرُّوْمُ۔ فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ۔ فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ। (সূরা আর্ রূমঃ ১-৪) **অর্থাৎ, আমি আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ। রোম নিকটবর্তী ভূমিতে পরাজিত হয়েছে। অচিরেই সে পরাজয়ের পর পুনরায় জয় লাভ করবে। তিন থেকে নয় বছরের মধ্যে।**

এ সম্পর্কে বুখারী শরীফে লিপিবদ্ধ আছে, মক্কার কুরাইশরা পারস্য সাম্রাজ্যের বিজয় চাইত কেননা তারা মূর্তিপূজারী ছিল। কিন্তু মুসলমানরা চাইত রোমান সাম্রাজ্য পারস্য সাম্রাজ্যের ওপর জয় লাভ করুক কেননা তারা আহলে কিতাব ছিল। এ বিষয়ে আবু বকর (রা.) ও আবু জাহল নিজেদের স্বপক্ষে বাজি ধরেছিল (সে সময় বাজি ধরা হালাল ছিল) এবং পাঁচ বছরের সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল। তখন মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলেছিলেন, এ সময়সীমা আরো বাড়িয়ে দাও। এরপর যেদিন মুসলমানরা বদরের যুদ্ধে জয় লাভ করেছিল সেদিনই রোমবাসী জয় লাভ করেছিল। মহানবী (সা.) যেসব ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সেগুলোর মাঝে রোমানদের বিজয়ের ঘটনাটি একটি স্পষ্ট ও প্রকাশ্য ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। আরবের দু'দিকে রোম এবং পারস্যের রাজত্ব ছিল। উভয়ের মাঝে অনেক বছর ধরে যুদ্ধ চলছিল। ৬১৪ খ্রিষ্টাব্দ বা নবুয়্যতের পঞ্চম বছরে পরস্পরের মাঝে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। তখন রোম সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। এ সংবাদ শুনে কাফিররা মুসলমানদেরকে খোঁটা দিতে থাকে যে, যদি তোমরা আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে তাহলে আমরাও জয়ী হতাম। যাহোক, রোমানদের অবস্থা যখন খুবই শোচনীয় ছিল, তখন আল্লাহ্ তা'লা এই ভবিষ্যদ্বাণী করেন যা একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। এমনকি কাফিররা এর বিরুদ্ধে কয়েক'শ উট বাজি ধরেছিল, কিন্তু কয়েক বছর পরই সার্বিক অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে যায়।

হুযূর (আই.) বলেন, ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, ৬০৯ খ্রিষ্টাব্দে মহানবী (সা.) নবুয়্যত লাভ করেন। ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে রোমান এবং পারস্যের মাঝে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব শুরু হয়। ৬১৩ খ্রিষ্টাব্দে যুদ্ধ লেগে যায়। ৬১৪খ্রিষ্টাব্দে রোমানরা পরাজয় বরণ করতে থাকে। ৬১৬ খ্রিষ্টাব্দে তারা পুরোপুরি পরাজয় বরণ করে। ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে রোমানরা পুনরায় আক্রমণ শুরু করে। ৬১৩খ্রিষ্টাব্দ থেকে তাদের সফলতা শুরু হয় এবং ৬২৫খ্রিষ্টাব্দে তারা পরিপূর্ণ বিজয় লাভ করে। এ সময়বিন্যাস দেখে যদি পরাজয়ের সূচনার বছর থেকে বিজয়ের সূচনার বছর পর্যন্ত হিসাব করা হয় তাহলে **নয় বছর** হয়। আবার পরিপূর্ণ পরাজয়ের সময়কাল থেকে পূর্ণাঙ্গীন বিজয়ের বছর পর্যন্ত যদি হিসাব করা হয় তাহলেও **নয় বছর** হয়। এভাবে এ বিজয়ের মাধ্যমে মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সংবাদ পেয়ে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্টভাবে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে।

জামা'তের সদস্যদের উপদেশ প্রদান করতে গিয়ে হুযূর (আই.) বলেন, পাশ্চাত্যের অনেক যুবক পত্রের মাধ্যমে আমার কাছে ইসলাম বা মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতা সম্পর্কে জানতে চায়। তাদের অমুসলিমদের অভিব্যক্তি ও কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি দৃষ্টি দেয়া উচিত। তৎকালীন সময়ে অনেক লোক রোমানদের সম্পর্কে এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হতে দেখে মুসলমান হয়ে গেছে। ঐতিহাসিকগণ ও ইসলামী সমালোচকরাও এর সত্যতা স্বীকার করেছে। তাই আহমদী পিতা-মাতারা কুরআনের এসব ভবিষ্যদ্বাণী নিজেরা পড়ুন এবং নিজেদের সন্তানদেরকেও দেখান যে, কীভাবে এগুলো ইসলামের সত্যতার প্রমাণ বহন করে। আমাদের প্রত্যেকের নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধি করতে হবে। শুধুমাত্র প্রশ্ন করলেই হবে না, বরং নিজেরাও জ্ঞানার্জন করুন। আমাদের জামা'তেরও এ বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা উচিত।

পরিশেষে হুযূর (আই.) বলেন, মহানবী (সা.) সম্পর্কিত এসব ঘটনা পরবর্তীতেও বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্। খুতবার পরিসমাপ্তিতে হুযূর (আই.) যুক্তরাজ্যের একজন প্রয়াত ব্যক্তি **ফারাস আলী আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের** স্মৃতিচারণ করেন এবং তাঁর জামা'তী সেবাসমূহ ও কতিপয় ব্যক্তিগত গুণাবলীর কথা উল্লেখ করেন, তাঁর জন্য দোয়া করেন এবং তাঁর গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা প্রদান করেন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযুরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোন বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)